তারিখ ... 6 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

সংবাদ

বেরোবি উপাচার্যের সামনে ৪ চ্যালেঞ্জ

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা শিক্ষক কর্মচারীদের গ্রুপিং দলাদলি সব ক্ষেত্রে সমতাসহ ৪ চ্যালেঞ্জ নিয়েই রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া উপাচার্য অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাকে দায়িত্বপালন করতে হবে। অন্যথায় দুর্নীতি ক্ষমতার অপব্যাবহারসহ নানান অভিযোগ নিয়ে আগের দুই উপাচার্যের মতো তারও সুনাম ক্ষুণ্ন হতে পারে বলে শিক্ষক কর্মকর্তাসহ রংপুর বিশিষ্টজনরা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

তবে এবার বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুর উন নবীর ৪ বছরের কর্মকালীন সময়ের আড়াই বছরেই ঢাকায় অবস্থান করার কালিমা দূর করতে এবার নয়া উপাচার্যকে কর্মকালীন সময়ের পুরোটা সময় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে। যে ৪টি শর্তে নয়া উপাচার্য নিয়োগ পেয়েছেন তার ৪ নম্বর শর্তেই বলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব আবদুস সাত্তার স্বাক্ষরিত নিয়োগ প্রদানের আদেশ নামায় এ কথা এবার উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে।

সার্বক্ষণিক ক্যাম্পাসে অবস্থানের শর্তে নতুন উপাচার্য নিয়োগ

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে প্রতিষ্ঠার ১০ বছরেও বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের মানুষের কাছে মান সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। কারন এর আগে যারাই এখানে উপাচার্য ছিলেন তাদের কেউই বিশ্ববিদ্যালয়টির সচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারেননি। নিজেরাই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে রেখেছিলেন। শিক্ষকদের মাঝে গ্রুপিং তৈরি করে তাদের মাঝে বিভাজন তৈরি করা হয়েছে। যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা দেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ও আইন কানুন না মেনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পদোন্নতী প্রদান সিলেকশন গ্রেড না দেয়া বিভিন্ন কারণে শিক্ষক কর্মকর্তাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। সে কারণে নয়া উপাচার্যকে ৪টি চ্যালেঞ্জ মাথায় নিয়ে কাজ করতে হবে।

প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন দক্ষ ট্রেজারার নিয়োগ দিতে হবে। গত ৪ বছর ধরে এ পদে কাউকেই নিয়োগ দেয়া হয়নি। সচ্ছাতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হিসাব শাখায় পরিচালক পদে একজন দক্ষ সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করতে হবে। এছাড়াও ছাত্র উপদেষ্টা নিয়োগ সিনিয়র শিক্ষকদের মধ্য থেকে (সহযোগী অধ্যাপক পদ মর্যাদার নিচে নয়) এমন একজনকে প্রক্টরের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। রেজিস্টার পদে একজন স্থায়ী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করতে হবে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিয়োগ প্রদান লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ , উপ রেজিস্টার একাডেমি ও উপ-গন্থাগারিক পদে নিয়োগ দান করা জরুরি হয়ে পড়েছে। অথচ এর আগে যে ২ জন উপাচার্য ছিলেন তারা ২ বার সার্কুলার দিয়েও উপ-রেজিস্টার একাডেমি পদে কাউকেই নিয়োগ প্রদান করেননি। এতে করে সচ্ছতা না থাকায় দুজনেই দুর্নীতির অভিযোগ মাথায় নিয়ে বিদায় নিয়েছেন। ইতোমধ্যে সাবেক উপাচার্য আবদুল জলিল মিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন মামলা দায়ের করে চার্জশিট দাখিল করেছে। অপরদিকে অধ্যাপক নুর-উন নবীর বিরুদ্ধে ইউজিসি তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে নানান অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ সম্বলিত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ছিল রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটি মান সম্মত বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে বেগম রোকেয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষনা ও উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য এখানে ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন করার আদেশ দেন। রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এর কাজও শুরু হয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী উচ্চতর ডিগ্রি নেবার জন্য এখানে ভর্তি হয়েছেন। কিন্তু সদ্য বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক নুর উন নবী ড, ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে গেছেন। তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের নিজেই পরিচালক সেজে উল্টো এর বারটা বাজিয়েছেন। সে কারনে জরুরি ভিত্তিতে এখানে একজন দক্ষ অভিজ্ঞ পরিচালক নিয়োগ দেয়া। সেই সঙ্গে ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউকে কার্যকর করা। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি। যা ২০১৮ সালের মধ্যে শেষ হবার কথা। তাও শুরু করা জরুরি বলে মনে করেন সকলে।

তৃতীয়তঃ রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডীন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ না দিয়ে আগের উপাচার্য অধ্যাপক নুর উন নবী একাই এসব পদ দখল করেছিলেন। ফলে তার ধারাবাহিক অনুপস্থিতির কারনে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বিষয়ে সেশন জটে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। সেশন জটের কারনে চলতি শিক্ষা বর্ষে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েও বাধ্য হয়ে ভর্তি বাতিল করে অনত্র চলে গেছে। যার কারণে এবার দফায় দফায় অপেক্ষামাণ তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের ডাকতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। সে কারণে যোগ্যতা সম্পন্ন মেধাবী শিক্ষকদের এসব পদে দায়িত্ব প্রদান করা জরুরি হয়ে পড়েছে বলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন।

চতুর্থত : রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে আগের উপাচার্যরা শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি তৈরি করে নিজের পক্ষে দলভারী করার অশুভ পাঁয়তারা করেছেন বলে অভিযোগ সাধারণ শিক্ষকদের। ফলে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে নীল দল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষক সমাজ নামে শিক্ষকদের দুটি সংগঠন রয়েছে। আগের উপাচার্য দলভারি করার জন্য একটি পক্ষের শিক্ষকদের বিভিন্ন বড় বড় দায়িত্ব প্রদান করেছেন বলে সাধারণ শিক্ষকদের অভিযোগ। সে কারণে যার যেমন যোগ্যতা ও মেধা সম্পন্ন শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ হলের বিভিন্ন পদসহ সংশ্লিষ্ট জায়গায় দায়িত্ব প্রদান করা সমতার ভিত্তিতে যাতে কোনো পক্ষই বলতে না পারে পক্ষপাতিত্ব করার এমনটাই মনে করেন সাধারণ শিক্ষকরা। তা নাহলে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করা নয়া উপাচার্যের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে বলে শিক্ষকরা জানান।

এ ব্যাপারে নয়া উপাচার্য অধ্যাপক ড, নাজমুল আহসান কলিমুল্লা রোকেয়া বিশ্বাদ্যালয়কে বিশ্বমানের ইউনিক বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রত্যয় ব্যাক্ত করেছেন। তিনি সংবাদকে জানিয়েছেন এ জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীসহ সবার সহযোগিতা প্রয়োজন বলে জানান তিনি।

সার্বিক বিষয়ে জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার ইবরাহিম কবীরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংবাদকে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারারসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া দরকার। এতে সব ক্ষেত্রে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি হয়। এ বিষয়টি তিনি নয়া উপাচার্যকে অবহিত করবেন বলে জানান।